তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের মাংস-ভাত খাওয়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,শহীদ মাতঙ্গিনী ঃ গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমে ভোটারদের গুড়-বাতাসা দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সৌজন্যে ছিলেন বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঢেঁকিপুরা বুথে মুড়ি-চানাচুর বিলি করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও খাবার বিলি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এবার সেই খাবার গুড়-বাতাসা কিম্বা মুড়ি-চানাচুর নয়। বিলি হল মাংস-ভাত, তাও পেট পুরে। পার্থক্য শুধু খাবার বিলিতে নয়, পার্থক্য আছে খাবার বিলির পিছনের মনোবাঞ্ছাতেও। এলাকার মানুষের দাবি, আগে খাবার বিলি কাহের পিছনে রাজনৈতিক দলগুলির মনোবাঞ্ছা ছিল তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার।

এখানে ভোট দেওয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, ভোটারদের একেবারে ভোটকেন্দ্রমুখী না হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। কথা শুনলে, শুধু খাবার নয়, হাতে হাতে শাড়িও উপহার মিলেছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে। তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের তরঙ্গখালিতে শাসকের খাবার বিলি নিয়ে সিপিএমের পূর্বমেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য অমল কুইল্যা বলেন, ভোটের দিন তৃণমূল যেরকম সন্ত্রাস করেছে তাতে এলাকার মানুষ ভীত হয়ে রয়েছে। তাঁদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মাংস-ভাত খাওয়াতে গেছে। ভোট তো আর দিতেই দিচ্ছে না। পাল্টা তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ মানবিকতার খাতিরেই হয়েছে। দলের স্থানীয় নেতা দিবাকর জানা বলেন, দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাসের ভয়ে এলাকার মানুষরা দুদিন কিছু খেতে পাননি। মানবিকতার খাতিরেই দুটো খেতে দিলাম আমরা। ওরা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তা আমরা দেখেছি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সোমবার ভোট গ্রহণের দিন সকাল থেকে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছিল। বিকাল ৪টে নাগাদ বাইকবাহিনী এসে বোমাবাজি করতে শুরু করে। আর সিপিএম প্রার্থী কল্যাণ দাসকে মারধর করে। ভোটাররা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে শুরু করেন। স্থানীয় অধিবাসী রঞ্জিতা মল্লিক বলেন, ৪টে সাড়ে ৪টের সময় বাইক বাহিনী হুড়হুড় করে চলে এলো। আমাদের প্রার্থীকে যখন তুলে ধরেছে, আমরা তো বুঝতে পারছি ফেলে দিলেই মারা যাবে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে যাই। তারপরেই কি বোম পড়তে লাগল! পেটাতে লাগলো। রঞ্জিতাদেবীর অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁর শাড়ি ও ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছিল। বলেন, তরঙ্গখালির ওই তপসিলিপাড়াটা সিপিএম অধ্যুষিত বলেই সবাই জানে। প্রায় ২০০ ভোটার আছে এখানে। বিজয় মল্লিক, রঘু দাস, সন্ধ্যা দাসরা বলেন, তিনদিন আমরা খাইনি। এরকম যদি ভয় দেখায় রান্নাবান্না করব কিভাবে? মাঠেঘাটে তো রাত কাটাচ্ছিলাম। এখন খাওয়াচ্ছে। কিন্তু সেই খাবার কি আর মুখে ওঠে? মানবিকতার অন্যমুখ দেখা গেল বটে। তবে ভাত-কাপড়ের পিছনে অন্য রাজনীতির অভিযোগও উঠল শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভাত-মাংস খাইয়ে ভোট দিতে আসার কথা তারা বলতে আসেনি। ভাত খেয়ে চুপচাপ ভোট না দিতে যাওয়ার কথাই বলতে এসেছে। শাসকের সেই আবেদন যে কাজে এসেছে তাও স্পষ্ট তরঙ্গখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩১নং বুথে ভোটারদের ভোটদানের লাইনে উপস্থিতির সংখ্যায়।

তৃণমূল কর্মী খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ গত সোমবার ভোটগ্রহণের দিন কাঁথি-১নং ব্লকের পশ্চিম রাইপুরবাড় পঞ্চায়েতের সিরিয়ায় তৃণমূল কর্মীদের খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুই মহিলা সহ তিন জনকে গ্রেফতার করলো কাঁথি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মৌমিতা মাইতি, সুমিতা মাইতি ও শক্তিপদ মাইতি। বুধবার ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক এঁদের জামিন নামঞ্জুর করেন। জানা গেছে, এই ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণ, সোমবার সিরিয়ায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থকেরা ভোজালি ও লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে বুথের থেকে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করতে যায়। ভোটারলাইনে কয়েকজনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে নিরাপত্তা কর্মীরা কারণ জিজ্ঞাসা করতে গেলে তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ধৃতদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা থাকায় পুলিশ কর্মীরা তাদের তল্লাশি করতেই ভোজালি ও লঙ্কার গুঁড়ো উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত দুই যুবককে আটক করে পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে থানায় আনার সময়ে গ্রামের কয়েকজন মহিলা সেই কাজে বাধা দেয়। পাশাপাশি এই বুথের তৃণমূল কর্মী ভগীরথ মাইতিকে মারধর করে ও মাথায় বাঁশ মেরে খুনের চেষ্টা করে কয়েকজন মহিলা ও যুবক। ঘটনাটা অন্যান্য তৃণমূল সমর্থকদের নজরে এলে তাঁরা ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

ঘটনায় আহত তৃণমূল কর্মী বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসাধীন। সেই ঘটনায় সিরিয়ার বিদায়ী প্রধান শঙ্কর মাইতি কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ধৃতদের গ্রেফতার করে।

রক্তের সংকট মেটাতে উদ্যোগী বীরসিংহ ব্লক হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গরমের দাবদাহ ও ভোটের প্রভাব থাকায় রক্তের সংকট দেওয়া দিয়েছে। প্রতি বছরই এই সময় রক্তের সংকট দেখা দেয়। তার উপর পঞ্চায়েত ভোট চলায় স্থানীয় ক্লাবগুলি রক্তদান কর্মসূচী বন্ধ রেখেছে। সেই জন্য রক্তের চাহিদা বেশি থাকায় রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে জেলা জুড়ে। সেই সমস্যা সমাধানে এবার এগিয়ে এলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ ব্লক হাসপাতালের কর্মী সহ নার্স, আশা কর্মীরা। রক্তের সংকট মেটানোর লক্ষ্যে ঘাটাল সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্তদান করা হচ্ছে। রক্তের সংকটের মোকাবিলায় ঘাটাল বীরসিংহ ব্লক হাসপাতালের আধিকারিক মনোজিৎ বিশ্বাসের উদ্যোগে হাসপাতালের কর্মী, নার্স, আইসিডিএস কর্মী ও আশাকর্মীদের নিয়ে এদিন রক্তদান শিবির করেন। প্রায় ৬৭ বোতল রক্ত দান করা হয়। ঘাটাল বীরসিংহ ব্লক হাসপাতালের আধিকারিক মনোজিৎ বিশ্বাস বলেন, রক্তের হঠাৎ সংকট জেলা জুড়ে দেখা দেওয়ায় আমরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. গিরীশচন্দ্র বেরার অনুমতি নিয়ে রক্তদানের আয়োজন করি আমাদের স্টাফ, নার্স, আশাকর্মী ও আইসিডিএস কর্মীদের নিয়ে। আজ ৬৭জন রক্ত দান করলাম এবং ২৫ মে তারিখ আবার একটি রক্তদানের আয়োজন করছি। আরও বেশি করে রক্ত দান করা হবে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর থেকে। আরএমপির সংগঠনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ২৫ তারিখের রক্ত দানের জন্য। আজ এই রক্ত দানে ডাঃ তাপস ভুঁইঞা, ডাঃ অসিত সেতুয়া সহ অন্যান্য চিকিৎসকরা এবং হাসপাতালের সমস্ত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন নিয়ে সারা রাজ্যের মানুষ যখন মশগুল সেই সময় মুমূর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়াতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ঘাটালের সকলস্তরের মানুষ।

রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা শিক্ষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন প্রাক্তন শিক্ষক। এই ঘটনার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত শিক্ষকের নাম বৃহস্পতি মণ্ডল(৭৬)। তাঁর বাড়ি খেজুরি থানার অজানবারি গ্রামে। বুধবার সকালে খেজুরি থানার পুলিশ বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, বৃহস্পতিবাবু খেজুরি অজয়া অগ্রদা বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে রোগযন্ত্রণায় ভুগছিলেন। রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মৃত্যুর খবর শুনে বাড়িতে হাজির হন খেজুরি বিধায়ক রনজিৎ মণ্ডল।

ফুলবনীতে গ্রেফতার হামলাকারী আব্দুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের ফুলবনী বুথে নির্বাচন চলাকালীন শাসকদলের কর্মী সমর্থকদের উপরে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালানোর ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আব্দুল খান। ধৃত এই যুবকের বাড়ি কাঁথি থানার দুর্গাপুর গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সোমবার ভোট চলাকালীন আচমকা কয়েকজন যুবককে নিয়ে তাদের উপরে হামলা চালায় আব্দুল খান। অভিযোগ, ঘটনাটি দেখতে পেয়ে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী ঘটনাস্থলে দৌড়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এর পরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল। জানা গেছে, পুলিশ আব্দুল খানকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা পলাতক। এদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে রোশন আলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ দল ছাড়লেন সেক রোশন আলি। কংগ্রেসের এই নেতা বিগত ২৫ বছর ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের সাগরবাড় পঞ্চায়েতের সদস্য। এই পঞ্চায়েতটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৩২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত। এখানকার দুটি বুথে বুধবার ফের ভোট গ্রহণ হয়। তার আগেই মঙ্গলবার রাতে মাইকিং করে এলাকায় নিজের কংগ্রেস ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন এই কংগ্রেস নেতা। তিনি জানিয়েছেন, মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সারা রাজ্যের সাথে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়ন হলেও থমকে আছে সাগরবাড়। তাই উন্নয়নের সেই প্রক্রিয়া যাতে এবার এই পঞ্চায়েত এলাকায় মানুষেরা যাতে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেন তার আহ্বান জানান। দলত্যাগী এই কংগ্রেস নেতার হাতে দলীয় পতাকা তুলেদেন মেছেদার তৃণমূল নেতা সেলিম আলি। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাগরবাড় দুটি বুথে মোটর সাইকেল বাহিনীর তাণ্ডব চালালো সোমবার। সকাল আটটা থেকে প্রথমে পদমপুর বুথে তারপর বড়দানানকার ও দক্ষিণ সাগরবাড় বুথে বাইকবাহিনী ব্যাপক তাণ্ডব চালায় ও ছাপ্পা মারার অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণ সাগরবাড় গ্রামে বুথের ভেতর ভাঙচুর থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। শেষমেষ এদিন বিকেলে বালতি বাক্স জলে ফেলে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। ফলস্বরূপ ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বুধবার পুনঃনির্বাচন হয় দুটি বুথে। মঙ্গলবার সকালে এলাকায় বাইকবাহিনী একবার এলাকায় ঘুরে যাওয়ার ফলেই আতঙ্কের পারদ বের হয়। দুপুর থেকে আত্মরক্ষা ও বহিরাগতদের প্রতিরোধের জন্য মহিলারা বাঁটি ও পুরুষেরা লাঠি নিয়ে গ্রাম পাহাড়ার দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তার পরেই দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস নেতার দলবদল।

খেজুরিতে পারিবারিক বিবাদে গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মারধর করার অভিযোগে পুলিশ এক যুবক ও মহিলাকে গ্রেফতার করলো। মঙ্গলবার তালপাটি কোস্টাল থানার পুলিশ মদন মালি ও গীতা মালিকে গ্রেফতারের পর বুধবার কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বাড়ি তালপাটি কোস্টাল থানার পাচুরিয়া গ্রামে। তালপাটি থানার ওসি বিনয় মাল্লা বলেন, গত ১৫ মে সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী এক যুবককে মারধর করে মদন সহ তার পরিবারের লোকেরা। প্রতিবেশীরা আক্রান্তদের রক্ষা করতে না পেরে থানায় খবর দেন। খটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন তালপাটি কোস্টাল থানার ওসি বিনয় মাল্লা সহ পুলিশকর্মীরা। পুলিশ দেখে কাটারি দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় ও পুলিশকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী আহত হন। তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়। এরপর পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে পুনর্নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে, ছাপ্পার অভিযোগ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ পূর্ব মেদিনীপুরের ২৪টি বুথের ভোট বাতিল হয়ে যায়। কোথাও ছাপ্পা ভোট, কোথাও ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দেওয়া সহ নানা অভিযোগ ওঠে। ভোটদানকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি জায়গায় শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে মারামারি হয়। এই সংঘর্ষের জেরে দুপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এর মধ্যে আবার নন্দীগ্রাম-২ নং ব্লকের গোবিন্দনগরে দুই সিপিএম কর্মীর মৃত্যু হয় গুলিবিদ্ধ হয়ে। আবার কোথাও ব্যালট বাক্স জলে ফেলে ভোট বন্ধ করা হয়। তার জেরেই বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১০টি ব্লকের ২৪টি বুথে পুনরায় নির্বাচন হল। তবে অধিকাংশ জায়গায় এদিন সকাল থেকেই কোথাও কোথাও ভোটারদের লম্বা লাইন আবার কোথাও ফাঁকা বুথ কেন্দ্র চোখে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদিন শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের ৪০,৪১,৪২/১, ১৩১ ও ১০২ নম্বর বুথে, তমলুক-১ নং ব্লকের ১৭নং বুথে, পটাশপুর-২নং ব্লকের ৯৪নং বুথে, কাঁথি-২ দেশপ্রাণ ব্লকের-১১০ ও ৭০নং বুথে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোট চলল। তবে আপাতদৃষ্টিতে ভোট শান্তিপূর্ণ হলেও কয়েকটি বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তবে এখনও পর্যন্ত গণ্ডগোলের কোন খবর পাওয়া যায়নি। সোমবার ভোট না দিতে পারলেও অনেকেই এদিন নিজের ভোট নিজেই দিয়েছেন। গত দিনের একজন আর্ম পুলিশ ও একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের জায়গায় এদিন একজন অফিসার সহ একাধিক সশস্ত্র পুলিশ ছিল। ভোটদানের হারও তুলনামূলকভাবে সোমবারের থেকে এবার অনেক বেশি। প্রসঙ্গত নন্দীগ্রাম পশ্চিম গোপালপুর ৩৩নং বুথে মোট ভোটার ১১৫৮ জন। এর মধ্যে বুধবার মোট ৫০৪ জন ভোটদান করেন।

সন্তানের লাভের আশায় দু'শো বছরের মেলায় আজও ভীড় জমান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, কাঁথি ঃ রামায়ণে নিঃসন্তান রাজা দশরথ সন্তান লাভের আশায় একশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন পায়েস খাওয়ার পরেই রাজার তিন রানীর গর্ভ আলো করে এসেছিল চার রাজপুত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার সেক রামিজ কিংবা কাঁথি পৌরসভা আঠিলাগড়ির রীণা বিবির সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায় সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞের আয়োজন করার! তাঁদের সব আশা-ভরসা তো হজরত জিন্দা ওলী মদার-শাহ। গত দুশো বছরের বেশী দিন ধরে ওনার পূজার প্রসাদী আম খেয়েই প্রচুর নিঃসন্তান মানুষের কোল আলো করে এসেছে তাদের উত্তর পুরুষ-আগামী প্রজন্ম। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ সোমবার অর্থাৎ ৩৪মে ওনার বার্ষিক পুজার আয়োজন হয়। কাঁথি পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের উত্তর দারুয়ার (মোল্লা পাড়া) হজরত জিন্দা ওলী মদার-শাহ (রঃ আঃ) বার্ষিক পুজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় উপচে পড়া ভীড়। শুধুই কাঁথি কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনেরাই নন, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা থেকেও প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভীড় জমান হাজার হাজার মানুষ। এদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। হজরত জিন্দা ওলী মাদার-শাহ (রঃ আঃ) বার্ষিক উৎসব কমিটির সম্পাদক সেক আতাউর রহমান বলেন, সন্তান লাভের আশায় সব ধর্মের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর ভীড় জমান দারুয়ায়। চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেলেই এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা যোগাযোগ করা শুরু করেন। আম প্রসাদীর কথা ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা থেকেও প্রচুর ভক্ত আসেন এই উৎসবে যোগ দিতে। সেক আতাউর রহমান জানিয়েছেন শুধু ধর্মপ্রাণ সংখ্যালঘুরাই নন ভীড় জমান হিন্দুরাও। উৎসব কমিটির সভাপতি সেক ইয়ার উদ্দিন জানিয়েছেন, আম প্রসাদী গ্রহণ করার এক বছর পর যখন নিজের সন্তান নিয়ে এই মানুষেরা মাজারে চাদর চড়াতে আসেন ও নিশান দিয়ে প্রণাম জানাতে আসেন তখন খুব আনন্দ হয়। আজকে এই মেলা সন্তানলাভের জন্য মানুষের ভীড় জমলেও আজ থেকে প্রায় ২১০-২২০ বছর আগে দেওয়ানদের এই মেলার আয়োজনের পিছনে কারণ ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় যুবক আকতার খান। জানিয়েছে, আগেকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি ছিল না। চারিদিকে বালুয়াড়ী আর জঙ্গল। তাই নিজের এবং স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারের ছেলেদের জন্য সহজে বৌ খুঁজতে এই মেলার আয়োজন করেছিলেন দেওয়ানরা। মেলায় আসা মেয়েদের দেখে নিজের ছেলের জন্য বৌ পছন্দ করতেন বাড়ীর অভিভাবকেরা। তারপর সেই মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে শুভ পরিণয় হত। আকতার জানিয়েছে, সেই রেওয়াজ এখনও অনেক পরিবার মেনে চলে। তবে ধর্মের বেড়া পেরিয়ে এই মেলা সার্বজনীন হয়ে ওঠার পেছনে সন্তান লাভ, এমনটাই জানিয়েছে আকতার। উৎসব কমিটির সামসুদ্দিন মোল্লা, গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, ইলতুস মোল্লা কিংবা নুরুদ্দিন মোল্লারা জানিয়েছেন, মেলায় আসা ভক্তরাই মাজারে প্রসাদের জন্য আম দেন। এরপর যাঁরা সন্তান লাভের আশায় এখানে আসেন, কমিটির সাথে যোগাযোগ করলে তাঁদের সেই আম দেওয়া হয়। নিয়ম মেনে ও ভক্তি অনুসারে প্রসাদ গ্রহণের পর এক বছরের মধ্যেই তাঁদের পরিবারে আলো করে আসে তাঁদের সন্তান। এরা জানিয়েছেন, সন্তান লাভের পর এক বছরের মধ্যে এই পরিবারকে মাজারে এসে একটা বাঁশে লালা নিশান লাগিয়ে প্রণাম-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোই নিয়ম। জানিয়েছেন, আমাদের পাঁচ-ছয় প্রজন্ম ধরে এই উৎসব দেখে আসছি। দেখে আসছি কত ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে বিফল হয়ে দম্পতির প্রসাদী আম খেয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করা। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে মাজারে এসে চাদর চড়ানো-নিশান পোঁতা। এই সব দেখে কয়েক হাজার বছর আগের মহাকাব্য রামায়ণ কেমন বাস্তব হয়ে ওঠে। শুধু প্রসাদের জায়গায় স্থান করে নেয় আম। একশৃঙ্গ মুনির জায়গায় স্থান করে নেন হজরত জিন্দা ওলী মদার-শাহ (রঃ আঃ)।